সংবাদ

তারিখ 05 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

কোচিং বাণিজ্য

৯৭ শিক্ষকের শাস্তির সুপারিশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকার অভিযোগে এবার রাজধানীর আটটি নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৯৭ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে চিঠি পাঠিয়েছে দুদক। গতকাল দুদক থেকে চিঠিটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হয়। গত রোববার চিঠিটি স্বাক্ষর করে প্রস্তুত করে দুদক। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করে ওই চিঠি দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে ৪টি বেসরকারি ও ৪টি সরকারি স্কুল রয়েছে। এর আগে নভেম্বরের শুরুতেও ২৪টি সরকারি বিদ্যালয়ের ৫২২ জন শিক্ষককে একই কারণে বদলির সুপারিশ করেছিল দুদক। সে সময় কমিশনের এক তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই শিক্ষকরা ১০ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৩৩ বছর পর্যন্ত এক বিদ্যালয়েই রয়েছেন। তারা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতার পাশাপাশি কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে অর্থ উপার্জন করছেন।

দুদকের উপপরিচালক (গণমাধ্যম) প্রবণ কুমার ভট্টাচার্য জানান, ৪টি সরকারি ও ৪টি বেসরকারি স্কুলের ৯৭ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোচিং বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ পেয়েছে দুদক। এসব শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে দুদক। দুদকের তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় অভিযুক্ত ৯৭ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে দুদক একটি প্রতিবেদন (চিঠি) তৈরি করে। গত রোববার চিঠিতি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তা গতকাল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হয়েছে। দুদুকের চিঠিতে ওইসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। শিক্ষকদের নাম ও কর্মরত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধান, পরিচালনা পর্ষদ এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে ওই সুপারিশ জানিয়ে আলাদা চিঠি পাঠানো হয়েছে।

দুদক সূত্র জানায়, কোচি বাণিজ্যে জড়িত বেসরকারি স্কুলগুলোর মধ্যে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৩৬ জন শিক্ষক, মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ২৪ জন, ঢাকা ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৭ জন, রাজউক স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৫ জন রয়েছেন। আর সরকারি চারটি স্কুলের মধ্যে মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২ জন, মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪ জন, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১ জন এবং ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট কোচিং : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

কোচিং : বাণিজ্য

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের ৮ জন শিক্ষক রয়েছেন। সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী বিধিমালা অনুযায়ী অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যায় বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়, কোচিং বন্ধে কোন আইন না থাকায় সাধারণত কোচিং বা টিউশনি থেকে উপার্জিত আয়ের ওপর কোন ভ্যাট বা ট্যাক্স দেয়া হয় না। ফলে এভাবে উপার্জিত আয় অনুপার্জিত আয়ে পরিণত হয়। কোচিং বাণিজ্যের ফলে যেভাবে অনৈতিক আয় ভোগ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে, তেমনি এটি বুদ্ধিবৃত্তিমূলক মেধা সৃষ্টির প্রয়াসের পরিবর্তে অবৈধ অর্থ উপার্জনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া কোচিংয়ের কারণে শিক্ষার্থীরা বিশেষ সাজেশন অনুসারে স্বল্প সংখ্যক প্রশ্ন পড়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ফলে পূর্ণাঙ্গ বই সম্পর্কে তারা ধারণা পাচ্ছে না। বছরের পর বছর ধরে এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থেকে 'কোচিং বাণিজ্যের' মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের অভিযোগে রাজধানীর আট প্রতিষ্ঠানের ৯৭ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে 'শাস্তিমূলক' ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক।

দুদক সচিব মো. শামসুল আরেফিনের স্বাক্ষরে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবরে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, এমপিওভুক্ত চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৭২ জন শিক্ষক এবং সরকারি চারটি বিদ্যালয়ের ২৫ জন শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে যুক্ত বলে দুদক প্রমাণ পেয়েছে।

দুদক বলছে, দীর্ঘদিন একই প্রতিষ্ঠানে থেকে এই শিক্ষকরা কোচিং বাণিজ্যে জড়িয়েছেন এবং 'অনৈতিকভাবে' অর্থ উপার্জন করে আসছেন। তাদের বিরুদ্ধে 'কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২' অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার পাশাপাশি কোচিং বাণিজ্য বন্ধে সরকারকে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে বলেছে দুদক। চিঠিতে বলা হয়েছে, কোচিং বাণিজ্য বন্ধে এই শিক্ষকদের এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে, এক শাখা থেকে অন্য শাখায়, দিবা শিফট থেকে প্রভাতী শিফটে বা প্রভাতী শিফট হতে দিবা শিফটে নির্দিষ্ট সময় পর পর বদলি করা যেতে পারে।

গত ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বাণিজ্য, কোচিং বাণিজ্য ও নিয়োগ বাণিজ্যের নামে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের একটি অভিযোগ নিয়ে তদন্ত শুরু করে দুদক। দুদকের পরিচালক মীর মো. জয়নুল আবেদীন শিবলীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত দল তাদের অনুসন্ধান শেষে ওই প্রতিবেদন দেয়। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী এক কর্মস্থলে শিক্ষকদের তিন বছর হলেই তাদের বদলি করার নির্দেশনা থাকলেও রাজনৈতিক চাপ, তদবির ও অনৈতিক আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে অনেকের বদলি আটকে থাকে বলে দুদকের তদন্তে উঠে আসে। সেখানে বলা হয়, কিছু শিক্ষক কোচিং বা প্রাইভেট বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অনৈতিক সুবিধা দিয়ে বছরের পর বছর ঢাকার একই বিদ্যালয়ে চাকরি করে যাচ্ছেন।